07

তারিখ 03 APR 1990
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নয়, ঘোরতর শত্রু। তার ছত্রছায়ায় মানুষ শিক্ষিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেবার শিক্ষা পায়নি। আমাদের মতো দেশে প্রয়োজন ছিলো সবচেয়ে বিচক্ষণ ও মেধাবী মানুষদের রাজনীতিতে যাওয়া; পাকিস্তান আমলে উল্টোটা ঘটেছে, আর ওই যে উত্তরাধিকার তার হাত থেকে পরবর্তীতেও মুক্তি পাওয়া সম্ভব হয়নি। প্রকাশ্য ও ছদ্ম স্বৈরশাসনও অবশ্যি সমানে চলেছে। দ্বিতীয়ত, ওই শিক্ষাব্যবস্থা যত দক্ষ লোক সৃষ্টি করেছে তত দেশপ্রেমিক সৃষ্টি করেনি। তার দুর্ভোগও অভাগা এই দেশকে পোহাতে হচ্ছে। তাই বলতে হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয় চালু রাখাই যথেষ্ট নয়, কি ধরনের শিক্ষায় শিক্ষিত করছে সে মানুষকে সেটা দেখাও আবশ্যক। কিন্তু সবার আগে তো খোলা রাখাটা চাই, নইলে সব যাবে ধ্বংস হয়ে, তালাগুলোসুদ্ধ।

মৌলবাদীদের একটি দৈনিকে সেদিন দেখলাম কে একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি মন্তব্য করেছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তাঁদের ওই দলাদলিতে ছাত্রদেরকে ব্যবহার করেন। কথাটার অর্থ বুঝলাম না। শিক্ষকদের তথাকথিত দলাদলি তো নির্বাচনকেন্দ্রিক, সেইসব নির্বাচনে কি তবে ছাত্ররা মিছিল করে ভোট দিন, ভোট দিন বলে লাফায়, নাকি ভোটকেন্দ্র দখল করে নেয় নিজ নিজ প্রার্থীদের পক্ষে? জাল ভোট দেয় বুঝি শিক্ষক সেজে? দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তির মনে হয় এদেশে কোনো সীমা-পরিসীমা নেই, যা ইচ্ছা বলে দিলেই হলো।

'সংবাদ'-এ একজন পত্রলেখক অভিযোগ করেছেন যে, অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজে যত না প্রফেসর আছে তার চেয়ে অনেক বেশী প্রফেসর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। তা ওইসব দেশে কতগুলো বিশ্ববিদ্যালয় আর আমাদের কয়টি তার হিসাবটা নিয়েছেন তো? শিক্ষকরা ছড়িয়ে যেতে পারেননি, এক জায়গায় আটকা পড়ে আছেন এবং ওই আটক অবস্থাতেই চাকরিতে উন্নতি করছেন, যে জন্য ব্যাপারটা চোখে পড়ছে। তাছাড়া কোন্ পেশা আছে বাংলাদেশে যাতে লোকের পদোন্নতি হয়নি? যোগ্যতা? হ্যাঁ, বাংলাদেশের ব্যাপার, স্বদেশী মানদন্ডেই মাপবেন তাকে, ভিনদেশী মানদন্ড চাপাতে গেলে অত্যন্ত অবিচার করা হবে। বলবেন, বেতন নিয়ে যান, পদ নেবেন না। তা দিন না, ব্যবস্থা করে। দেখা যাক, ভালো ফল পাওয়াও যেতে পারে। মনে রাখতে হবে যে, আমাদের এই পশ্চাৎপদ সমাজে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা সুদূরপ্রসারী কোনো ঐতিহ্যের দাবীদার নয় এবং সেই ঐতিহ্য গড়ে তোলার পথও নির্বিঘ্ন হয়নি। দেশের শ্রেষ্ঠ মেধা যাতে বিশ্ববিদ্যালয়-বিমুখ না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা ওই ঐতিহ্য গড়ার পূর্বশর্ত বটে।

বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা পড়াশোনা করেন না। কেউ কেউ করেন না হয়তো, কিন্তু সবাই করেন না, এমন ঢালাও অভিযোগ একেবারেই অসত্য। তবে যে জিনিসটা ঘটেছে বাংলাদেশে সে হচ্ছে শিক্ষার অবমূল্যায়ন। শিক্ষা এখন উপার্জনের নিশ্চয়তা দেয় না, মর্যাদাও দেয় না। শিক্ষকদের দাঁড়াবার জায়গাটাকে দুর্বল করে দেওয়া হয়েছে। একজন শিক্ষক দাঁড়াবেন তাঁর জ্ঞান আহরণ ও বিতরণের ভিত্তি ভূমিতেই, অন্য কোথাও নয়। কিন্তু যে ব্যবস্থায় আমাদের বসবাস তাতে ওই জায়গাটি ঠিক থাকছে না, ওইখানে তিনি দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না। চরিতার্থতা খুঁজছেন তাই অন্যত্র। যা সবাই চায় তাই। চাচ্ছেন। টাকা-পয়সা। অবসরপ্রাপ্ত একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের সঙ্গে দেখা হলো সেদিন, হাত চেপে ধরে বললেন, বিদেশী প্রতিষ্ঠানে চাকরি পেয়েছেন, বেতনটা বেশী পাওয়া গেলো না, মাত্র ত্রিশ হাজার। অবশ্যই খুশী হতাম যদি তিনি কোনো প্রকাশনার কথা বলতেন, কিন্তু সে কথা বললে যথেষ্ট মর্যাদা পাবেন কিনা নিশ্চিত হতে পারেননি। দোষ তাঁর, নাকি ব্যবস্থার?

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া তো করবেই, তর্ক করবে, বিতর্কে যোগ দেবে, অভিনয় করবে, আবৃত্তিতে অংশ নেবে, খেলাধূলা করবে-এসবও সমান প্রয়োজন। ভদ্রলোক হবার আগে যেমন মানুষ হবে, তেমনি কেবল শিক্ষিত হবে না, সংস্কৃতিবানও হবে। সাংস্কৃতিক জীবন না থাকলে বোঝা যাবে সে জীবন্ত নয়। জীবনের ওই অভাবটাও বিলক্ষণ দেখা যাচ্ছে বৈকি। সাত আট বছর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নির্বাচিত কোনো সংসদ ছিলো না। আসার পরে দেখা যাচ্ছে, অনভ্যাসে বিদ্যা লয় পেয়েছে। কাজ তেমন হচ্ছে না। তারপরে হঠাৎ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ওই যে অভিশাপ সেতো রয়েই গেছে।

বাঙালীর মেধা নেই এ কথা কেউ বলতে পারবে না। জিঞ্জিরাতে এককালের জাপানীদের জন্য ঈর্ষণীয় অনুকরণ দক্ষতা বিকশিত হয়েছে। বিদেশে বাঙালী ছেলেমেয়েরা ভালো ফল করছে, কর ফাঁকি দেওয়ার যত রকমের দক্ষতা আছে প্রদর্শন করছে, সম্ভব-অসম্ভব সব রকমের কৌশলে অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে বিদেশীদের প্রতিরোধ দিচ্ছে ভেঙ্গে এবং সর্বোপরি শ্রম করছে অবিশ্বাস্য। দুঃখ এই যে, ওই মেধা দেশ গড়ার দুঃসাহসী কাজে যা যা করতে পারতো তা করছে না। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকছে।